ISSN 0976-6031

সাহিত্য দিগন্তিকা

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪১৯ • জুন-২০১২

কুড়ি টাকা

টিম দিগন্তিকা

সম্পাদক (অবৈতনিক)
মিতা দাস
পুরকায়স্থ

সহযোগী সম্পাদক (অবৈতনিক)
নীহার রঞ্জন পাল

পরামর্শদাতা
মহুয়া চৌধুরী

ব্যবস্থাপক সমিতি
পরিতোষ পাল চৌধুরী,
অশোক বার্মা,
ডঃ আব্দুল মতিন লস্কর,
ডঃ দীপঙ্কর কর,
ডঃ দেবাশিস রায়,
ডঃ তনুশ্রী ঘোষ, ...

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও বিন্যাস
মিতা দাস পুরকায়স্থ

অলংকরণ
... পুরকায়স্থ

আইনি উপদেষ্টা
ডঃ কামালুদ্দিন ...
... মুজিব ... আহমেদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
মালতী দাস
সম্পাদক, সাপ্তাহিক
বরাকের নতুন দিগন্ত

অক্ষর বিন্যাস
সাজিদ হুসেন লস্কর

টেকনিক্যাল টিম
বিমল দাস, করিমউদ্দিন,
সাদিক আহমেদ, স্বপন রবিদাস

যোগাযোগ
সাপ্তাহিক বরাকের নতুন দিগন্ত
গাইন অ্যাভিনিউ, বিবেকানন্দ রোড,
শিলচর-৭, কাছাড় ঃঃ আসাম

মুদ্রণ
মালতী প্রিন্টার্স
এন এন দত্ত রোড, শিলচর-১

ত্রিপুরা প্রতিনিধি
অমিত ভৌমিক, আগরতলা, ০২৪৩৬৬৬৭৩৬৬

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
রঞ্জিত মোহন রায়, হুগলি, ০৮০৩৩৩৩৭৪৭২

বাংলাদেশ প্রতিনিধি
ডঃ সৌমিত্র শেখর, ঢাকা, বাংলাদেশ,
০০৮৮-০১৭৫২-৬০২৬০৫

প্রকাশনায়
নতুন দিগন্ত প্রকাশনী

কার্যালয়
দিগন্তিকা
প্রযত্নে - মালতী প্রিন্টার্স
এন এন দত্ত রোড, শিলচর-১
ফোন ঃ ৯৪৩৫৭৩৬৬১৪
digantikabangla@gmail.com

বিজ্ঞাপন ও পত্রিকার জন্য যোগাযোগ করুন:
৯৪৩৫৭৩৬৬১৪, ৯৪৩৫৭৩০৪৮৬,
৯৪৩৫১০৩৩৩৯, ৯৪৩৫২০১১৫৩,
৯৪৩৫১৭৬৪১৪, ৯৪৩৫০০০৮৩৯

সূচি

ISSN 0976-6081

দিগন্তিকা

বাংলা সাহিত্য

২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা • আষাঢ়-শ্রাবণ-১৪১৯ • জুন ২০১২

Digantika • Vol-II Issue VI • June 2012

সম্পাদকীয়

[illegible]

লোকসংস্কৃতির উপাদান শিলোকের সন্ধানে

সন্তোষ আকুড়া

'মা গো আমার শিলোক বলা কাজ্‌লা-দিদি কই'

শিলোক বলা কাজ্‌লা দিদিদের এখন যদিও খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে অতীত দিনের সেই সব স্মৃতি সহজে ভুলার নয়। কাজ্‌লা দিদিরা তাই হয়ে ওঠে ইতিহাসের সামগ্রী যাকে বলা যেতে পারে 'লোক ইতিহাস'-এর সামগ্রী। কাজ্‌লা দিদি ও তাঁর বলা 'শিলোক' তাই 'লোক ইতিহাসে'র অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাসকে যেভাবে Old ও Modern এই দুইভাগে ভাগ করা যায় লোক ইতিহাসকেও সেরূপ বিভাজন করা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কাছে এখনও সঞ্চিত লোকসংস্কৃতির উপাদান Modern যুগে বিশেষভাবে প্রচলিত নয় বলে বিস্মৃত হতে চলেছে এবং এভাবে পিতামহ, মাতামহদের কাছে থাকা— সঞ্চিত ভাণ্ডার ক্রমাগত বিস্মৃত হতে হতে অতীতের উপাদান বলে চিহ্নিত হয়েছে। তবে সামাজিক প্রয়োজনে ওই সমস্ত উপাদানগুলির প্রয়োজনীয়তা, প্রয়োগ সময় বিশেষে প্রাসঙ্গিক রূপে কখনও কখনও শ্রুতিগোচর হয়। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলগুলিতে ওই সমস্ত উপাদান— শিলোক, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি কিছুটা পরিমাণে হলেও এখনও একবিংশের জল-হাওয়ায় ধোঁয়া ধূসরিত উন্নত যান্ত্রিক সভ্যতার তথা মনোরঞ্জনমূলক অবসর বিনোদনের সুবিধার জাঁতাকলে পড়ে 'অন্তিম শ্বাস' নিয়ে বাঁচার জন্য ক্রমাগত-লড়াই করে চলেছে। অতীত হয়ে যাওয়া বা হয়ে যেতে চলা লোক সংস্কৃতির এই সমস্ত উপাদানগুলির অন্তিমক্ষণকালে বিভিন্ন উৎসাহী লোকসংস্কৃতিবিদ অন্তিম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার উদ্দেশ্যে এগুলিকে কিছুটা পরিমাণে সংরক্ষণের চেষ্টায় রত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত 'জ্বলন্তমণি' গুলির প্রতি শ্রদ্ধাবনত আশার দীপ প্রজ্বলন করে চলেছেন। আর্থিক প্রয়োজন, সামাজিক লড়াই, সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলি স্বভাবতই লোকজীবনে প্রভাব ফেলেছে তাই বিভিন্ন লোক-আচার, নিয়ম-নীতি সংক্ষিপ্ত রূপ ধারণ করছে। সাম্প্রতিক সময়ের নিরিখে বলতে গেলে একথা বলা হয়ত বা ভুল হবে না যে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ছড়া-ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহরীতি অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। বিবাহ প্রসঙ্গে বলতে গেলে বর্তমান সময়ে একথা সহজেই লক্ষণীয় যে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহ ক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন আচারগুলি সংক্ষিপ্ত রূপ নিতে চলেছে, যেমন- 'হলুদ তেল' তিনদিনে সাতবার লাগানোর পরিবর্তে একদিনের নিয়মে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। সময়ের অভাব, অর্থ তথা উপযোগিতার অভাব ও পরিবর্তনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করার মত। এমনকী শহরাঞ্চলে, বিবাহ অনুষ্ঠান ঘরের আঙিনা ছেড়ে ভবনমুখী হতে চলেছে। এমন পরিবর্তনমুখী ঝড়ো হাওয়ায় লোকজীবনে প্রাপ্ত শিলোকগুলিও প্রাচীন জীবন গতিপথ ছেড়ে নতুন গতিপথের ধোঁয়াচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বৃহত্তর সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

প্রবাদ, ছড়া, শিলোক ইত্যাদিতে সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। শিলোকগুলোতে আমরা তেমনিভাবে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন-দর্শনের উপস্থিতি লক্ষ করে থাকি।[১] 'লোকভাষা' বিশেষত 'প্রবাদ চর্চা' বিষয়ক আলোচনায়— 'লোকসংস্কৃতি বিদ্যা ও লোকসাহিত্য' গ্রন্থে ডঃ জীবেশ নায়কের মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষ করার মত—

"সামাজিক অভিজ্ঞতা বাক্য-বাক্যাংশ-শ্লোক বা ছড়া অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়। তার ভাষা অত্যন্ত সরল, সুগম ও দ্ব্যর্থহীন। কিন্তু তার মধ্যে বক্তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সমাজবোধের পরিচয় থাকে।"[৩] *(পৃঃ ১৮৭)*

শুধু সামাজিক নয়; পারিবারিক, চারিত্রিক এমনকী বলা যায় সার্বিক অভিজ্ঞতা যেন শিলোকে প্রকাশ পেয়ে থাকে। শিলোকগুলি স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে বিশেষভাবে প্রযোজ্য হওয়ার যোগ্য। কতগুলি শিলোকের পটভূমিতে পাওয়া যায় এক একটি বিশেষ গল্প। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি শিলোকের রূপ এধরনের—

আছি ভালো কাপড় কালো
বড় দুঃখ পায়।
(আর) সকাল বেলা রান্ধি বাড়ি
সাঁঝের বেলা খায়।।

কোনও এক আত্মীয়ের ভালো-মন্দ, খবরা-খবর নেওয়ার বেলায় আত্মীয়ের কাছে নিজের দুঃখপূর্ণ জীবনের বয়ান এক অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনা এনেছে। এখানে পারিবারিক দুঃখ দারিদ্রতা পূর্ণ বাস্তবিক চিত্রটি স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। পারিবারিক চিত্রের আরও একটি রূপ পরিস্ফুট হতে দেখি নিম্নোক্ত শিলোকটিতে। শ্বশুর বাড়ির সুখ দেখে কোনও মেয়েকে তার মা-বাবা শ্বশুরবাড়িতে তুলে দেয় কিন্তু পরে যখন অবস্থার গতি পরিবর্তন হয় তখন সুখের ঘরের 'দুলারী' কন্যার মুখে শোনা যায় দুঃখ মিশ্রিত বেদনার সুর। শিলোকের ভাষায় বেদনা বিধুর নারীকণ্ঠে আমরা শুনতে পাই—

সুখ দেখে দিলি মাগো
বড়ই সুখে আছি।
(আর) গায়েব ও মল (ময়লা) মাগো
কোদালে করে চাঁচি।।

লোকজীবনে শিলোকের ব্যবহার আদিকাল থেকে। একটি শিলোকের মাধ্যমে অনেক কিছু বোঝানো হয়ে থাকে। স্থান-কাল-পাত্র, সময়-ক্ষণে বিশেষভাবে প্রযোজ্য এবং ব্যবহৃত কতগুলি সংগৃহীত শিলোকের ধরন নীচে দেওয়া হল—

১। আমার শীল আমারই নোড়া
আমারই ভাঙছে দাঁতের গোড়া।